Department of Bengali
Patna University
Subject - Bengali
CC- 10 , Unit -3

Topic - Novel in Bengali literature(বাংলা সাহিত্য উপন্যাস)
Teacher - Dr. Sagar Sarkar

উপন্যাস সাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান উল্লেখ করো।

অথবা

রাঢ় বাংলার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব সম্পর্কে বিশ্লেষণ করো।

বাংলা কথাসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বি শিল্পীর নাম তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায (১৮৯৮-১৯৭১)। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সৃষ্ট আয়োজন উত্তরাধিকারসূত্রে তারাশঙ্কর এসে বিচিত্র মানুষের কলধ্বনি তে মুখর হয়ে উঠেছে। অগুনিত মানুষ বহুধাবিভক্ত মানবগোষ্ঠীর আরো বিচিত্র তার সন্ধান এনে দিয়েছে।

বাংলা বাংলা উপন্যাসের পালাবদলের সময়ে তার আবির্ভাব।যখন মুখ্যত গ্রামীণ জীবন আসলেই মানব কথা প্রকাশ করা সত্ত্বেও শহরের জীবনের চাকচিক্য ত্রিশ দশকের লেখক গোষ্ঠী কে আকৃষ্ট করেছে আকৃষ্ট করেছে কোন কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের আঙিনায় কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক হলেন উত্তাল সময়ে তারাশঙ্করের নবীনতা সাধনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হলো।তারাশঙ্করের উপন্যাস এ এল উদ্ধত যৌবনের ফেলিল উদ্যমতা সমস্ত বাধা বন্ধন এর বিরুদ্ধে নির্ধারিত বিদ্রোহ স্থবির সমাজের প্রবৃত্তিকে উৎখাত করার আয়োজন।বস্তুতঃ তিনি যতনে বিদ্রোহের ছিলেন তার চেয়ে বেশি ছিলেন স্বীকৃতির স্থৈর্যের চিরন্তন তার।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দায়িত্বে বিশালতার ও বৈচিত্র্য সমকালকে ছাপিয়ে গেলেন । যথার্থ অর্থে পেলেন কমপ্লিট নভেলিস্ট শিরোপা। তার উপন্যাস গুলোকে আমরা তিনটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি।

প্রথম পর্যায়-

এই পর্যায়ে আমরা পাই "ধাত্রীদেবতা" থেকে "কালিন্দী", "গণদেবতা" , "পঞ্চগ্রাম" , "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা" , "নাগিনী কন্যার কাহিনী" উপন্যাস এগুলি বিশেষত্ব হলো-

১. এগুলি রাঢ় অঞ্চলের পল্লী কেন্দ্রিক।বিশেষ করে বীরভূমের পল্লী জীবন কেন্দ্রিক। এক অর্থে এগুলি আঞ্চলিক।

২. এ উপন্যাস গুলির অধিকাংশকেই যুগের ঘাত-প্রতিঘাতের পল্লীজীবনের ভাঙা-গড়ার কথা জমিদারি প্রথার ভূমিনির্ভর জীবিকা ঐতিহ্যের উপর ব্যবসা নির্ভর নতুন ধনিক ব্যবস্থার আঘাত সংঘাতের কথা প্রকাশ পেয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়-

এই পর্যায়ে আমরা পাই "মন্বন্তর" , " আরোগ্য নিকেতন", "উত্তরায়ন", "বিচারক", "সপ্তপদী" প্রভৃতি উপন্যাসের কথা এগুলো বিশেষত্ব হলো-

১. এগুলি মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক বা শহরের পটভূমিকায় রচিত।

২. এইসব উপন্যাসে যুগের জটিল জীবন তরঙ্গের চেয়ে ভাব তরঙ্গের প্রকাশ অনেক বেশি।

তৃতীয় পর্যায় -

এই পর্যায় হল বিবিধ। দ্বিতীয় পর্যায়ের ছাপ খানে প্রকট। কারণ-

১.যে অবহিত জটিলতা দ্বিতীয় পর্যায়ে তথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কাল থেকে লেখক এর কাছে যুগসন্ধির সাক্ষ্য তার শহরে শহরে নানা কারণে প্রত্যাখ্য হয়ে ওঠে এই পর্যায়ে।

২.এই পর্যায়ে ভাববস্তুর দিক থেকে যুগসন্ধির মধ্যবিত্তের আশা স্বপ্ন নিয়ে কিছুটা আত্মবঞ্চনা লাভ হয়েছিল তা ক্রমশই নৈরাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন উপায়ে আপনার পথ খুঁজে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন উপন্যাস কে সাল অনুসারে সাজালে আমরা পাই-

১. দিনের দান- এটি প্রথম উপন্যাস । শিশির বসু সম্পাদিত "এক পয়সার সিরিজ" পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল ।গ্রন্থাগারে কোনদিনও প্রকাশিত হয় নি।

২. চৈতালি ঘূর্ণি (১৯৩১)- কবি সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত "উপাসনা" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এটি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস গ্রন্থ । এতে বক্তব্য আছে - আছে দুর্গতির প্রতি মমতা।

৩. যোগ- বিয়োগ(১৩৩৯) - ইতিহাসে ইতিহাসে পল্লী জীবনের কাহিনী। ১৩৪০ বঙ্গাব্দে এটি পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়ে "নীলকণ্ঠ" নামে বেরোয়।

৪. কালপুরুষ (১৩৪৩) - এটি প্রকাশিত হয় দেশ পত্রিকায়। পরে পুস্তক আকারে প্রকাশ পায় "আগুন" নামে।

৫. ধাত্রীদেবতা (১৯৩৯) - এতে লেখক চরিত্র- চিত্রণে গ্রামীণ সমাজ চিত্র অংকন এ নিখুঁত বস্তু চেতনার পরিচয় দিয়েছেন।

৬. কবি(১৩৪৭) - প্রথমেই লেখা হয়েছিল কবি গল্প পরবর্তীতে তারই বদল কবি উপন্যাস।

৭. গণদেবতা (১৯৪২) - একটা দেশে একটা জাতির মূল ফেরার আশ্চর্য আলেখ্য এই উপন্যাস।

৮. মন্বন্তর (১৩৫০)- কলকাতা কে নিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস।

১০. হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (১৯৪৭)- হাঁসুলী বাঁকের উপকথা উপন্যাস এ অর্থাৎ কোপাই নদীর বাঁকে বাঁকে বাঁশ বাদী গ্রামের কাহারা এই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য।

১১. সপ্তপদী(১৩৫৩) - প্রকাশিত হয়েছিল শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায়। ভারতীয় ধর্ম - আদর্শ ও শাশ্বত জীবন জিজ্ঞাসা বাণী রূপে এটি।

১২. আরোগ্য নিকেতন (১৩৫৯)- মৃত্যু দর্শন সম্বন্ধে চিরন্তন জিজ্ঞাসা মৃত্যুর রহস্য তার সম্বন্ধে যে শ্রদ্ধা বিস্ময় মিশ্রিত অনুভূতি তারি ই প্রকাশ উপন্যাসে ঘটেছে।

১৩. কালান্তর (১৩৬৩)- এই উপন্যাসটি তারাশঙ্করের আত্মজৈবনিক উপন্যাস।

১৪. উত্তরায়ন (১৩৬৫)- এই উপন্যাসে আধুনিক জীবনের দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জীবন যন্ত্রণার রূপ ধরা পড়েছে।
১৫ . ডাক হরকরা (১৩৬৫)- রাঢ় বাংলার একটি লোকও প্রচলিত বাস্তব কাহিনীর উপর ভিত্তি করে তারাশঙ্কর উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন।
১৬. মহানগরী(১৩৭১)- এটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ গুলির অন্যতম।

১৭. হীরা পান্না (১৩৭২)- উপন্যাসটি একাধারে চরিত্র প্রধান ও আত্মজৈবনিক।

১৮.কালরাত্রি(১৩৭৫)- স্বাধীনতা-পূর্ব স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে এর পরিবর্তিত জীবন যাত্রার ছবি রয়েছে এই উপন্যাসটিতে।

১৯. ১৯৭১ - (১৩৭৮) - এই উপন্যাসটিতে অস্থির সময়ের প্রতি ছবি রয়েছে । সময়ের পরোতে পরোতে জীবন উঠে এসেছে ছবির মত।

২০. নব দিগন্ত (১৩৮০)- এতে প্রতিবিম্বিত হয়েছেন যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ , মহামারী, রাজনীতি আরো অনেক কাহিনী।

অন্যান্য অনেক বিখ্যাত ঔপন্যাসিক এর মত তার জীবনের প্রারম্ভ পর্বে কাব্যচর্চা দিয়ে তার সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত ঘটলেও উপন্যাসগুলির চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি বিচিত্র দুত সাহিত্য অঙ্গনে প্রবেশ করেছেন। তাই ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর পাঠকসমাজের কাছে সত্তিকারের জীবন শিল্পী। এখানে এখানে তার সার্থকতা।

বাংলা উপন্যাস জগতের শ্রেষ্ঠ-

ক . তিনিই একমাত্র উপন্যাসিক যিনি কালান্তরের কথাকার।
খ. বিশ শতকের প্রথম পট থেকেই যে তিন বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কথাসাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন তিনি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় । যার সাহিত্যের অন্যতম বিষয় ছিল রাঢ় বাংলা।
গ. তাঁর রচনায় বিষয়বস্তু বিস্তৃত বিভিন্ন ক্ষেত্রে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজ এবং তথাকথিত অন্ত্যজ ও সমাজ মারাত্মকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে।
ঘ. আস্তিক্যবাদ তারাশঙ্করের অনিষ্ট। সেকারণে সমস্ত রকম বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের উপন্যাসের মূল উপজীব্য।
চ. প্রকৃতি- মাটি - আলো- আকাশ তাঁর উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়।
ছ. লোকসংস্কার ও ঐতিহ্য তাঁর উপন্যাসে অন্যতম উপাদান।
জ. বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের অন্যতম স্রষ্টা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমাপ্ত

অনেবাসরচিরন্তচিরন্তনত